রসূলের স. যুগে
নারী স্বাধীনতা

(৩য় খন্ড)

আবদুল হালীম আবু শুক্‌কাহ

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট

রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা

তৃতীয় খণ্ড

تحرير المرأة في عصر الرسالة

الجزء الثالث

কুরআনুল করীম এবং সহীহ্ বুখারী ও মুসলীমের
সুস্পষ্ট হাদীসের ভিত্তিতে নারী সমস্যার
বিস্তারিত বাস্তব ভিত্তিক পর্যালোচনা

মূল
আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ

অনুবাদ
আবদুল মান্নান তালিব

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

প্রসঙ্গ কথা

বিশ্ব মানবতার জন্য রহমত স্বরূপ আল্লাহর শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নবুওয়াতী জীবনের তেইশ বছর ধরে নিজ হাতে ইসলামি সমাজের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তৈরী করে যান।

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ সেই কাঠামোর মধ্যে তাকে বিকশিত ও পরিপুষ্ট করেন। আজও দুনিয়ার যে কোন দেশে যে কোন পরিবেশে সেই কাঠামোই মুসলমানদের আদর্শ। হাজার দেড় হাজার বছর আগে পারসিক বা রোমান সমাজ অথবা আজকের পাশ্চাত্য সমাজ কোনটাই মুসলমানদের আদর্শ নয়। হাজার দেড় হাজার বছর আগে সেই সব অমুসলিম সমাজে যেমন অন্যায়, জুলুম ও মানব প্রকৃতি বিরোধী মূল্যবোধের প্রসার ঘটেছিল আজো ঠিক তেমনি সেই ধারাই পাশ্চাত্য সমাজে অব্যাহত আছে।

নারী স্বাধীনতার জিগির সেই সমাজ থেকেই উঠেছে। কারণ সেই সমাজে নারী স্বাধীন ছিল না। নারী ছিল পুরুষের দাসী। অতীতে তো সেই সমাজে নারীর আত্মা আছে কিনা সেই ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা হতো। নারীকে বলা হতো শয়তানের সহচরী। নারীর মৌলিক মানবিক অধিকার হরণ করাই ছিল সেই সমাজের বৈশিষ্ট। মূলত নবুওয়াতী ধারার বাইরে নবুওয়াতী ধারা বিচ্যুত প্রত্যেকটি সমাজে এ অন্যায় ও জুলুমের প্রসার ঘটেছে। আজকের পাশ্চাত্য সমাজ সেই অন্যায় ও জুলুমের অবসান ঘটাতে পারেনি। নারী স্বাধীনতার জিগির সেখানে তোলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নারী তার অধিকার লাভ করতে পারেনি। নারী তার পৃথক স্বাধীন সত্তা নিয়ে সে সমাজে নারী হিসেবে মাথা উচুঁ করে দাড়াতে পারেনি। পুরুষের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে সে আজ কক্ষচ্যুত। সংসারের বাধন ছিঁড়ে পথে বাসা বেধেছে। তার নারীত্বের সম্পদ লুণ্ঠিত দ্রব্য। নিলাম ঘরেও ডাক উঠেনা।

প্রাচ্যের মুসলমান সমাজেও এর ঢেউ লেগেছে। পাশ্চাত্যের শত বছরের ঔপনিবেশিক শাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাচ্যের মুসলিম সমাজের মূল্যবোধ পাল্টে দিয়েছে। তাদের ঈমান আকিদায়ও আশংকাজনক ধ্বস নেমেছে। মুসলিম সমাজের মেয়েরাও সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিজেদের অসহায় ভাবছে। তারাও পাশ্চাত্য নারীর কায়দায় সামাজিক বন্ধন কেটে বাইরে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে। পাশ্চাত্য জাহিলিয়াতের কাছে তাদের একটি অংশ পরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছে।

অন্য দিকে গত দেড় হাজার বছরে মুসলিম সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে বিপুল ভাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ কুরআন সুন্নাহের যে মূলনীতির ভিত্তিতে ইসলামি সমাজ গঠন করেছিলেন হাজার বছরে বিভিন্ন

দেশের মুসলিম সমাজ তা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। যার ফলে আমাদের দেশের মুসলিম মেয়েরা সামাজিক অনিরাপত্তা, নির্যাতন ও অন্যায় এবং অর্থনৈতিক অবিচারের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে অমুসলিম মেয়েদের সমপর্যায়ভূক্ত দেখতে পাচ্ছে। এর কারণে রসূল (স:) ও সাহাবাদের যুগে মুসলিম মেয়েরা যে সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনেতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করেছিল পরবর্তীকালে তা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ন হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম প্রবর্তিত এ অধিকারগুলো যদি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে মুসলিম নারী পুর্ণ মানবিক ও সামাজিক মর্যাদা লাভে সক্ষম হবে এবং তাদের মধ্যে বঞ্চনা ও অধিকারহীনতা ও অনুভূতির বিলুপ্তি ঘটবে। ফলে তারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য পাশ্চাত্যের প্রতি ঝুঁকে পড়বেনা।

লেখক এ গ্রন্থে মুসলিম সমাজপতি ও উলামায়ে কেরামের দৃষ্টি এদিকেই আকৃষ্ট করেছেন। মুসলিম নারীর সমস্যা সংক্রান্ত এ বইটি লেখকের দীর্ঘ বিশ/ পঁচিশ বছরের সাধনার ফল। এ বইতে তিনি নারী অধিকার সম্পর্কিত কুরআন ও হাদীসের এমন অনেক অকাট্য দলীল প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন, নারীদের ব্যাপারে আমাদের সমাজে ঠিক তার বিপরীত কাজ হচ্ছে। সত্যিকার অর্থে এটি মুসলিম নারীদের জন্য একটি সঠিক ও তথ্যবহ মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থে মুসলিম নারীর ব্যক্তিত্ব, অধিকার, মর্যাদা, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা, পারিবারিক ও সামজিক কর্মকাণ্ডে তার ভূমিকা, পুরুষের সাথে তার সাক্ষাতের ক্ষেত্র ও অবস্থা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজকর্মে পুরুষের সাথে তার অংশগ্রহণের বিষয়সমূহ কুরআন হাদীসের অকাট্য দলীল-প্রমাণের সহায়তায় অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও সম্মানিত তাবেঈগণের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

লেখক এ গ্রন্থে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা হচ্ছে এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় মুসলিম মেয়েরা নিম্নোক্ত অধিকারগুলো লাভ করেছিলেন। যেমন ঃ

- তারা জামায়াতের সাথে নামায পড়ার জন্য মসজিদে নববীতে যেতো এবং বিশেষ করে এশার ও ফজরের নামাযে হাজির হতো।
- তারা জুময়ার নামাযে উপস্থিত হতো।
- তারা রসুলের সাথে দীর্ঘ সময় কুসূফের নামাযে হাজির হতো।
- মুসলিম মেয়েরা রমযানের শেষ দশ দিন মদীনার মসজিদে ইতেকাফ করতেন।
- রসূল (স:) যখন মসজিদে ইতেকাফ করতেন তখন তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর সাথে দেখা করতে আসতেন।
- রসূলের মুয়াযযিন মসজিদে সাধারণ সভা আহবান করলে মুসলিম মেয়েরাও সে সভায় যোগ দিত।

প্রকাশকের কথা

নারী ও পুরুষ নিয়ে মানুষের সমাজ গঠিত। সভ্যতার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মুল্যায়ন করা হয়েছে। নারীর ভূমিকাও ছিল বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নারীকে দেখা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে। সাম্প্রতিককালে নারী অধিকার ও নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। বিশ্বসংস্থা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেই নারী আন্দোলনের বিষয়টিকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যান্য দিকের মতোই এক্ষেত্রেও অগ্রগতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো হচ্ছে পরিস্ফুট। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি 'রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা' বইটি থেকে সংশ্লিষ্ট পাঠক চলমান নারী আন্দোলন বিষয়ে দিক-নির্দেশনা পাবে। এই বইটি প্রখ্যাত লেখক আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ'র 'তাহ্‌রীরুল মার্‌আ ফী আসরির রিসালাহ' গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থটির তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ করেছেন জনাব আবদুল মান্নান তালিব। মূল গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডও পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে।

'রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ৩য় খণ্ড' বইটি'র ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা হলো। আমরা চেষ্টা করেছি পূর্বের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে। এরপরও কিছু বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে আপনাদের ইতিবাচক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন॥

ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রফেসর ড. মোঃ লুৎফর রহমান
ভাইস-প্রেসিডেন্ট, বিআইআইটি

সূচি

চতুর্থ অধ্যায়

❖ **সামাজিক কর্মে মেয়েদের অংশগ্রহণ ও পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের প্রশ্নে বিরুদ্ধবাদীদের জবাব** ১৫

প্রথম অনুচ্ছেদ

এক : একসাথে কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাতের যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে আপত্তির জবাব ১৫

❖ প্রথম আপত্তি ১৫

❖ দ্বিতীয় আপত্তি ১৮

❖ তৃতীয় আপত্তি ১৮

❖ চতুর্থ আপত্তি ১৯

দুই : নারী ও পুরুষের এক সাথে কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাত নিষিদ্ধ হওয়ার যুক্তি পর্যালোচনা ২০

❖ প্রথম যুক্তি ২০

❖ দ্বিতীয় যুক্তি ২১

❖ তৃতীয় যুক্তি ২৫

❖ চতুর্থ যুক্তি ২৯

❖ পঞ্চম যুক্তি ৩০

❖ ষষ্ঠ যুক্তি ৩২

❖ সপ্তম যুক্তি ৩৮

❖ অষ্টম যুক্তি ৩৯

❖ নবম যুক্তি ৪০

❖ দশম যুক্তি ৪১

❖ একাদশ যুক্তি ৪৪

❖ দ্বাদশ যুক্তি ৪৫

❖ ত্রয়োদশ যুক্তি ৪৭

❖ চতুর্দশ যুক্তি ৫১

❖ পঞ্চদশ যুক্তি ৫২

তিন : বিরুদ্ধবাদীদের কয়েকটি বক্তব্য পর্যালোচনা ৫৩

- ❖ প্রথম বক্তব্য ৫৩
- ❖ দ্বিতীয় বক্তব্য ৫৬
- ❖ তৃতীয় বক্তব্য ৫৮
- ❖ চতুর্থ বক্তব্য ৬৪
- ❖ পঞ্চম বক্তব্য ৬৬
- ❖ ষষ্ঠ বক্তব্য ৬৭
- ❖ সপ্তম বক্তব্য ৬৮

প্রথম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৬৮

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

- ❖ নারী ও পুরুষের একত্রে কাজ করার প্রশ্নে বিরুদ্ধবাদীদের জবাব ৭৫
- ❖ হিজাব শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ ৭৭
- ❖ হিজাবের আয়াত নাযিলের তারিখ ৮০
- ❖ প্রথম যুক্তি ৮১
- ❖ দ্বিতীয় যুক্তি ৮২
- ❖ তৃতীয় যুক্তি ৮৯
- ❖ চতুর্থ যুক্তি ৯০
- ❖ পঞ্চম যুক্তি ৯৫
- ❖ ষষ্ঠ যুক্তি ৯৭
- ❖ সপ্তম যুক্তি ১০০
- ❖ অষ্টম যুক্তি ১০২
- ❖ নবম যুক্তি ১০৩
- ❖ দশম যুক্তি ১০৭
- ❖ একাদশ যুক্তি ১১৫

উসূলে ফিক্‌হের আলোকে হিজাবের বিশেষত্ব ১২৯

এক. নবীর পত্নীদের উপর হিজাব ফরয হওয়ার কার্যকারণ ১২৯

দুই. হিজাবের বৈশিষ্ট্য, এবং নবুয়াতের বিশেষ গুণাবলীর সাথে তার ভূমিকা ১৩১

তিন. নবীর বৈশিষ্ট্য, সাধারণ মুসলমাদের জন্য সে গুলোর বৈধতার পক্ষে কোন যুক্তি আছে কি? ১৩৫

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ১৩৯

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

❖ বিপর্যয় 'পথরোধ' করার পদ্ধতি এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির নিদর্শন ১৫২

❖ ইসলামি আইন প্রণয়নের পদ্ধতি এবং বিপর্যয়ের পথরোধের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ১৫৩

❖ আল্লাহ প্রদত্ত আইনের কতিপয় মাইলফলক ১৫৩

❖ নবীযুগে ইসলামি বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতিপয় মাইলফলক ১৫৮

এক : নবী যুগে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও গঠনমূলক রেওয়াজ ১৫৮

দুই : ফিতনার উদ্যোগ প্রকাশের মুহূর্তে বিপর্যয়ের পথরোধকল্পে রসূলের দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ ১৬১

তিন : দুঃখজনক ঘটনা সত্ত্বেও নবী যুগে সামাজিক কর্মে পুরুষের সাথে মেয়েদের অংশগ্রহণ অব্যাহত থাকে ১৬৪

চার : নবী ও সাহাবীগণ নারী ফিতনার ক্ষেত্রে কঠোর নীতি অবলম্বনে অস্বীকৃতি জানান ১৬৮

পাচঁ : দুনিয়ার জীবনে ফিতনা প্রতিরোধের পদ্ধতি নবী নিজেই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন ১৭৬

❖ বিপর্যয়ের পথরোধের জন্য শরীয়তের ভারসাম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্দেশিকা ১৮৯
❖ বিপর্যয়ের পথরোধের বিধানের ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের বর্ণনা ২০৫
❖ বিপর্যয়ের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পরবর্তী ফকীহগণের বাড়াবাড়ি ২১৬
❖ বিপর্যয় প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির কারণ ২২৫
১ম কারণ : বিপর্যয় প্রতিরোধের শর্তাবলী সম্পর্কে গাফিলতি ২২৬
২য় কারণ : নারী ফিতনার অসৎ অর্থ গ্রহণ ২২৬
৩য় কারণ : মেয়েদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা এবং তাদেরকে দূর্বল মনে করা ২৩৪
৪র্থ কারণ : রুগ্ন আত্মমর্যাদাবোধ ২৪৬
৫ম কারণ : যামানা খারাপ হওয়ার দাবী ২৫০
৬ষ্ঠ কারণ : আয়াত, হাদীস ও তথ্যভিত্তিক আখবার ২৫৮
তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ২৭২

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক কর্মে মেয়েদের অংশগ্রহণ ও পুরুষদের সাথে দেখা সাক্ষাতের প্রশ্নে বিরুদ্ধবাদীদের জবাব

১ম অনুচ্ছেদ : যাবতীয় আপত্তি, যুক্তি ও উক্তির জবাব

২য় অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী ঃ 'হিজাবের পেছন থেকে তাদের সাথে কথা বলো' এর মধ্যে যে হিজাবের কথা বলা হয়েছে, তার জবাব এবং একে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট প্রমাণ করা।

৩য় অনুচ্ছেদ : 'বিপর্যয়ের পথরোধ করার উপায়' প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির জবাব।

প্রথম অনুচ্ছেদ

সামাজিক কর্মে মেয়েদের অংশগ্রহণের বিরোধিতার জবাব

এক. একত্রে কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাতের শরিয়ী যুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি।

দুই. একত্রে কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাতে বাধা দেবার যুক্তি।

তিন. বিরোধীদের কতিপয় উক্তি।

সামাজিক কর্মে মেয়েদের অংশগ্রহণ এবং পুরুষদের সাথে দেখা সাক্ষাতের বিরোধিতাকারীদের অভিযোগের জবাব

এক : একসাথে কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাতের যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে আপত্তির জবাব

প্রথম আপত্তি

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মের সাথে সম্পৃক্ত যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলো সবই তাঁর নিজের সাথে সম্পর্কিত। সেগুলোকে সাধারণভাবে সবার জন্য ও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করার কোনো অবকাশ নেই।

আমাদের জবাব

ক. স্বাভাবিকভাবেই কুরআনের বহু আয়াত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে ও অনেক বাস্তব ঘটনার চিত্র পেশ করে। কারণ রসূলের কথা কাজ ও অনুমোদনই হচ্ছে তার সুন্নত-জীবনধারা। আর এ জন্যই মুসলমানেরা - সাহাবারা ও তাদের পরবর্তী কালের লোকেরা-রসূলের সুন্নতের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেকটি বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে অতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। কারণ তা শরীয়ত ও ইসলামি আইনের অংশে পরিণত হচ্ছিল। আর এ ছাড়া সাহাবাদের যে সব কার্যাবলী রয়েছে তা সংঘটিত তাৎক্ষণিক ঘটনা হিসেবে আসছিল অর্থাৎ সাহাবাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের বহু সামাজিক ও ঐতিহাসিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

খ. *মূলনীতি বিশারদগণ যে নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন* তা হচেছ, যে কোন বিশেষত্ব নির্দেশ করার পিছনে যুক্তি -প্রমাণ থাকতে হবে। সম্ভাবনার মাধ্যমে কোন বিশেষত্ব প্রমাণিত হতে পারে না। এ ব্যাপ্যারে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন ঃ

"আল্লাহ তাঁর নবীর জন্য যা হালাল করে দিয়েছেন, কোনো প্রমাণের ভিত্তিতে নবীর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারণ হবার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সমগ্র উম্মতের জন্য তা হালাল"[১] কাজেই কুরআনের এ সমস্ত আয়াত একমাত্র রসূলের সাথে সম্পৃক্ত, এর সপক্ষে প্রমাণ কোথায়?

গ. বুখারী ও ইবনে হাজার আসকালানীর মতো হাদীস ও ফিকহবিদগণও এ আয়াতগুলো সম্পর্কে যেসব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেখানে রসুলের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হবার কথা তারা বলেননি। তাঁরা এসব আয়াত থেকে যে নিষয়গুলো উদ্ভাবন ও নির্ধারণ করেছেন, তা এ গুলোর ব্যাপক ও সাধারণ ব্যবহারকেই প্রতিষ্ঠিত করে। আর কিতাবের ভূমিকায় এ অধ্যায়ের জন্য আমরা বুখারীর বহু উদ্ধৃতি দিয়েছি, যা থেকে এর ব্যাপক ও সাধারণ ব্যবহারই প্রমাণিত হয়। যেমন পঞ্চম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে এবং

কোন জিনিষকে তারই নিজের জন্য নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে সেখানে ইবনে হাজারের বিভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে।

ঘ. বিতর্কের খাতিরে যদি আমরা এ কথা মেনে নেই যে, কতকগুলো বিষয় (এ গুলোর সংখ্যা পঞ্চাশটির মতো হবে) শুধু মাত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্টের অংগীভূত, কারণ তিনি মাসূম-নিষ্পাপ, তাহলে, সে মেয়েদের কি দশা হবে যাঁরা তার সাথে সাক্ষাত করতেন এবং তারা ছিলেন গায়ের মাসূম -অনিষ্পাপ? আর সেই পুরুষদেরই বা কী দশা হবে, যারা বিভিন্ন ঘটনায় তাদের সাহচর্য দিয়েছেন? (আর এ গুলোর সংখ্যা হবে প্রায় সত্তর) উপরন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ নয়, বরং সাহাবাগণের কার্যক্রম যেসব ঘটনা তুলে ধরে (যে গুলোর সংখ্যা হবে প্রায় একশো পঞ্চাশ) সেগুলোর ব্যাপারে কী বলা হবে?

ঙ. এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর শক্তিকে আমরা প্রাধান্য দেবো। সে দুটির জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে মেয়েদের সাথে দেখা করার বিরাট প্রভাব ছিল। প্রথম কার্যকর শক্তিটি হচ্ছে, নবী করীম (সঃ) একজন ভারসাম্যপূর্ণ মানুষের অবস্থার এবং একটি পরিপূর্ণ মানবিক অবস্থার এবং পূর্ণ আত্মিক সুস্থতার আদর্শ পেশ করেছিলেন। আত্মমর্যাদার ক্ষেত্রে সেখানে কোন প্রান্তিকতার পথ অবলম্বিত হয়নি (আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চেহারা আবৃত করার জন্য)। তা হিজাব ফরয হওয়ার পূর্বে এবং পরে পুরুষদের নবীর (সঃ) স্ত্রীদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে হোক বা নবীর ব্যাপকভাবে স্ত্রীলোকদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে হউক, রসূলের এ অবস্থা ছিল পূর্ণ তাকওয়া ও মুসলমানদের সম্ভ্রম রক্ষা করার পূর্ণ আগ্রহসহকারে এবং এই সঙ্গে তিনি মুমিনদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, এ চেতনার পূর্ণতা সহকারে। এজন্য আমরা দুটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যথেষ্ট মনে করি ঃ

প্রথম দৃষ্টান্তটি হচ্ছে, হযরত আসমা বিনতে আবু বকরের (রা) ব্যাপারে রসূল (সঃ) যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দূরবর্তী স্থান থেকে খেজুরের আটি বহনকারী আসমা বিনতে আবু বকরকে স্নেহের বশবর্তী হয়ে নিজের পিছনে সওয়ারীর পিঠে বসার প্রস্তাব দেন। কিন্তু স্বামীর আত্মমর্যাদার কথা স্বরণ করে আসমা পায়ে হেটেই পথ অতিক্রম করেন। [বুখারী ও মুসলিম][২]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এমন কোন কাজ করতে পারেন, যার ফলে অন্যের আত্মমর্যাদা আহত হয়? আবার এখানে ছিল যুবাইরের অত্যধিক আত্মমর্যাদার ব্যাপার।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে, হযরত ওমরের (রা) ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভূমিকা। তিনি স্বপ্নে দেখেন, জান্নাতের একটি মহলের পাশে এক ভদ্র মহিলা উযু করছেন। তাকে বলা হলো, এটি উমর ইবনে খাত্তাবের (রা) মহল। একথা শুনে তিনি উমরের আত্মমর্যাদার কথা স্বরণ করে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। [বুখারী ও মুসলিম][৩]

অর্থাৎ তিনি গুণাহ মনে করে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি বরং উমরের বিপুল আত্মমর্যাদার কথা বিচার করে তাঁর সম্মানার্থে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। আর উমরের আত্মমর্যাদার বোধ এমন পর্যায়ভুক্ত ছিল, যার ফরে নিজের স্ত্রীর মসজিদে নামায পড়তে যাওয়া তাঁর কাছে অপছন্দনীয় ছিল। কিন্তু রসূলের (স:) বাণী ঃ

لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰه

"আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে নিষেধ করো না"-তাঁকে এর বিরোধিতা থেকে বিরত রাখে। [বুখারী বর্ণিত হাদীস থেকে][৪]

এমনিই হচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশ। তাই তিনি বলেন ঃ

أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللّٰهُ أَغْيَرُ مِنِّي

"তোমরা সায়াদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে অবাক হচ্ছো? অবশ্যই আমার আত্মমর্যাদাবোধ তার চেয়ে বেশী এবং আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ আমার চেয়ে বেশী"[৫]

তিনি আরো বলেন ঃ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ ، مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ

"আল্লাহর চেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাবোধ কারোর নেই এবং এজন্যই তিনি যিনা ও অশ্লীল কাজ হারাম করেছেন" (বুখারী) [৬]

কাজেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দের এবং সমগ্র মানব জাতির চাইতে বেশী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু সাধারণ আত্মমর্যাদাবোধ অশ্লীল ও অপবাদমূলক কার্যকলাপ থেকে দূরে রাখে মাত্র।

এ অবস্থায় কিসের ভিত্তিতে আমাদের সমাজ গড়ে তুলব - রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়েতের ভিত্তিতে, না মানবিক মতবাদের ভিত্তিতে... তারা শ্রেষ্ঠ মানব সন্তান হলেও?

দ্বিতীয় কার্যকর শক্তিটি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি নারীকে দেখেছেন মানব সমাজের সম্মানিত সদস্য হিসেবে। নারী পুরুষের সাথে কেবল মাত্র একটা যৌন জীবন যাপন করে না সে তার জীবন সংগিনীও। আর পুরুষকে বিভিন্ন কাজে পারদর্শিতা অর্জন করেই এ দুনিয়ায় জীবন-যাপন করতে হয়। দুনিয়াবী জীবন এ বিশেষ মূল্যবোধ সম্পন্ন কাজগুলো পুরুষের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছে। এমন কি বিশেষ মূল্যবোধ ও বৈশিষ্ট সমাজ ও সময় ভেদে বিভিন্ন নারীর মধ্যে বিভিন্নভাবে বিরাজিত থাকে। এভাবে বিবাহিতা নারী ও কুমারী এবং বন্ধা নারী ও সন্তানবর্তী মায়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। একই ভাবে বড় আকারের পার্থক্য রয়েছে গ্রামীণ ও শহুরে এবং আমাদের পূর্ববর্তী এবং সমকালীন সমাজের মধ্যে।

চ. মেয়েদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভূমিকা যেমন সুস্পষ্ট ছিল, সাহাবায়ে কেরামের জীবনে যেহেতু তেমন ভূমিকা

- ইসলামি পুনর্গঠন মানেই আল্লাহর দেয়া পথ নির্দেশনার সন্ধানে কুরআন ও সুন্নাহের দিকে ফিরে আসা। তারপর এ পথনির্দেশনাকে সমসাময়িক বাস্তবতার উপর প্রয়োগ করে আল্লাহর হুকুমের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আল্লাহর রসূল (স.) যথার্থই বলেছেন ঃ আল্লাহ অবশ্যই প্রতি শতবর্ষের মাথায় দীনের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে এ উম্মতের জন্য মুজাদ্দিদ পাঠাবেন।

- এখানে পুনর্গঠন বলতে দুই জাহিলিয়াতের সয়লাব থেকে মুসলিম নারীর মুক্তি বুঝানো হয়েছে ঃ একদিকে পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণ এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসৃতি।

- পুরুষের মুক্তি ছাড়া নারীর মুক্তি সম্পূর্ণ হয়না। অর্থাৎ জীবনের এ ক্ষেত্রে তাদের দু'জনের জন্য মহানবীর (স.) হেদায়েত একই সাথে এসেছে।

- "হিজাব" ও "গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান" এ দু'টি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের বিশেষত্ব। মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সাহাবীগণ এ দু'টি বিষয়ে উম্মুলমুমিনীনদের অনুসরণ করেননি। সাধারণ মুসলিম মেয়েরা "সতর" বা পর্দার বিধান অনুযায়ী শরীরের অপরিহার্য অংশ খোলা রেখে প্রয়োজন মতো মসজিদে নামায পড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক ও বাইরের কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

- ফিতনা প্রতিরোধকল্পে মুসলিম নারীকে গৃহাভ্যন্তরে রাখার বিধানটি ছিল যথার্থ। কিন্তু এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। এর ফলে আল্লাহর হালাল করা অনেক বিষয় তাদের জন্য হারাম করা হয়েছে এবং সামাজিক কর্মে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।